বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা, মিরপুর, ঢাকা

বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা পরিদর্শনের সময়সূচি

এপ্রিল - সেপ্টেম্বর
(সকাল ৯.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)

অক্টোবর - মার্চ
(সকাল ৮.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)

চিড়িয়াখানায় প্রবেশ ফি

*) সাধারণ দর্শনার্থী জনপ্রতি ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা (প্রতিবার)
*) ছাত্র/ছাত্রী (চিত্তবিনোদন) ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান সাপেক্ষে জনপ্রতি ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা (প্রতিবার)
*) ছাত্র/ছাত্রী (শিক্ষা সফর দলভুক্তভাবে) বিনামূল্যে (শর্ত প্রযোজ্য)
*) দুগ্ধ পোষ্য শিশু (২ বছর বয়স পর্যন্ত) বিনামূল্যে
*) অটিস্টিকসহ সকল প্রতিবন্ধী বিনামূল্যে

প্রাণী জাদুঘর পরিদর্শনের সময়সূচি

এপ্রিল - সেপ্টেম্বর
(সকাল ৯.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)

অক্টোবর - মার্চ
(সকাল ৮ ০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৫ ০০ ঘটিকা পর্যন্ত)

প্রাণী জাদুঘরে প্রবেশ ফি

জনপ্রতি ১০.০০ (দশ) টাকা (২ বছর পর্যন্ত বয়সের বাচ্চাদের টিকিট লাগবে না)

যোগাযোগ

টেলিফোন ঃ ০২-৫৮০৩০৩০, ই-মেইল ঃ info@bnzoo.org, bnzdls20@gmail.com

চিড়িয়াখানা স্থাপনের উদ্দেশ্য

জনসাধারণের বিনোদন, দুর্লভ ও বিলুপ্তপ্রায় বন্য প্রাণী সংগ্রহ ও প্রজনন, প্রাণী বৈচিত্র সংরক্ষণ, শিক্ষা, গবেষণা এবং এ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি চিড়িয়াখানা স্থাপনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

১। বিনোদন ঃ মানুষের চেনা ও জানার আগ্রহ একটি স্বভাবজাত প্রবৃত্তি। বিশেষ করে শিশুদের বন্য প্রাণীকে স্ব-চোক্ষে দেখা ও তাদের সম্পর্কে জানার আগ্রহ শিশু চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এছাড়া সকল বয়সের সকল শ্রেণির মানুষের কাছে বন্য প্রাণীদের প্রতি আকর্ষণ এবং তাদেরকে স্ব-চোক্ষে দেখা ও জানার আগ্রহ একটি অতি চিত্তাকর্ষক বিনোদন। চিড়িয়াখানা বন্য প্রাণীদেরকে আবদ্ধ করে প্রদর্শনীর মাধ্যমে মানুষের চিত্ত বিনোদনের এ কাজটি করে থাকে।

২। দুর্লভ ও বিলুপ্তপ্রায় বন্য প্রাণী সংগ্রহ ও প্রজনন ঃ যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর জলবায়ুর পরিবর্তন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বিজ্ঞানের উৎকর্ষতার কারণে জীব-বৈচিত্র হুমকির সম্মুখিন হয়ে পড়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মানুষের বাসস্থান নির্মাণ, শিল্প কারখানা স্থাপন ও বিভিন্ন কারণে কাঠ সংগ্রহ বৃদ্ধির ফলে দিন দিন বনজঙ্গল উজাড় হচ্ছে, ফলস্বরূপ বন্য প্রাণীদের আহার ও বাসস্থান সংকুচিত হচ্ছে। অনেক বন্য প্রাণী ইতোমধ্যে পৃথিবী থেকে হারিয়ে গেছে। ঝুঁকিপূর্ণ ও হুমকিতে থাকা ও বিলুপ্তপ্রায় বন্য প্রাণী সংগ্রহ করে চিড়িয়াখানায় সংরক্ষণের মাধ্যমে তাদের প্রজনন করানো হয় এবং প্রাণীটিকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা হয়।

৩। প্রাণী বৈচিত্র সংরক্ষণ ঃ বন্য প্রাণীদের আবাসস্থল দিন দিন সংকুচিত হওয়ার কারণে তাদের প্রাকৃতির স্বভাব-চরিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চিড়িয়াখানায় প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরীর মাধ্যমে তাদের এ প্রাণিবৈচিত্র সংরক্ষণ করা হয়।

৪। শিক্ষা ঃ চিড়িয়াখানায় বন্য প্রাণীদের পরিচিত যেমন - বিস্তৃতি, আকার-আকৃতি, স্বভাব-চরিত্র, বাসস্থান ও ব্যবস্থাপনা, প্রকৃতিতে অবস্থান, খাদ্য ব্যবস্থাপনা, প্রজনন. জীবনকাল প্রভৃতি বর্ণনার মাধ্যমে ছাএ-ছাত্রী ও দর্শণার্থীরা জীবজন্তু সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান নিয়ে থাকে।

৫। গবেষণাঃ চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ বন্য প্রাণিদের নিয়ে প্রাণী বিশেষজ্ঞ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহনের মাধ্যমে বিভিন্ন গবেষণামূলক কাজ করে থাকেন।

৬। গণসচেতনতা বৃদ্ধি ঃ বন্য প্রাণীদের প্রতি সদয় আচরণ ও তাদের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি মানুষের একটি সামাজিক আচরণ হওয়া উচিত। চিড়িয়াখানা বন্য প্রাণীদের প্রতি জীবকল্যাণের এ শিক্ষাটি দিয়ে থাকে।

সংক্ষিপ্ত তথ্য

স্থাপিত ঃ ১৯৬৪ খ্রিঃ, দর্শণার্থীদের জন্য উম্মুক্ত করা হয় ১৯৭৪ সালের ২৩ জুন।

চিড়িয়াখানায় ভূ-সম্পত্তির বিবরণী ঃ

অধিগ্রহণকৃত জমি	২১৩.৪১ একর
কেন্দ্রীয় মুরগী খামারের নিকট হস্তান্তর	২০.১৩ "
বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধের জন্য হস্থান্তর	৬.৬৫ "
বর্তমানে চিড়িয়াখানার মোট জমির পরিমাণ	১৮৬.৬৩ "
ক) দক্ষিণ লেকের আয়তন	৩৮.০০ "
খ) উত্তর লেকের আয়তণ	২৭.০০ "

চিড়িয়াখানায় বিভিন্ন শাখাসমূহ ঃ

১. প্রশাসন শাখা	১টি
২. হিসাব শাখা	১টি
৩. এস্টেট শাখা	১টি
৪. তথ্য শাখা	১টি
৫. প্রাণীপুষ্টি শাখা	১টি
৬. নিরাপত্তা শাখা	১টি
৭. কারিগরি শাখা	১টি
৮. বাগান শাখা	১টি
৯. মৎস্য শাখা	১টি
১০. প্রাণী জাদুঘর ও ফিস এ্যাকুরিয়াম শাখা	১টি
১১. প্রাণিস্বাস্থ্য শাখা	১টি
১২. গবেষণা শাখা	১টি
১৩. বৃহৎপ্রাণি (তৃণভোজী) শাখা	১টি
১৪. মাংসাশী শাখা	১টি
১৫. ক্ষদ্র স্তন্যপয়ী ও সরীসৃপ প্রাণী শাখা	১টি
১৬. পাখি শাখা	১টি

চিড়িয়াখানার বিভিন্ন স্থাপনাসমূহ ঃ

১. প্রশাসন	১টি
২. ভেটেরিনারি হাসপাতাল	১টি
৩. সদরদ্বার অফিস	১টি
৪. প্রাণী খাদ্য গুদাম ও কেন্দ্রীয় গুদাম	২টি
৫. ল্যাবরেটরী	১টি
৬. সম্মেলন কক্ষ	১টি
৭. আনসার ক্যাম্প	১টি
৮. ইলেকট্রনিক লাইব্রেরী	১টি
৯. সংগনিরোধ কেন্দ্র (Quarantine Centre)	১টি
১০. দর্শণার্থীদের রেষ্টিং শেড	১৮টি
১১. শিশু পার্ক	১টি
১২. মসজিদ (মহিলাদের জন্য আলাদা ব্যবস্থাসহ)	১টি
১৩. পাবলিক টয়েলেট	৪টি
১৪. বিদ্যুৎ সাবস্টেশন	১টি
১৫. ইন্টার্নি ছাত্র/ছাত্রীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১টি
১৬. বহিঃপার্কিং এলাকা	১টি
১৭. ডাস্টবিন	১০০টি
১৮. পাকা রাস্তা	৩.৩৬ কিলোমিটার
১৯.পাম্প হাউজ	৪টি
২০. সুদৃশ্য সদরদ্বার	১টি
২১. টিকেট কাউন্টার	১৩টি
২২. বাহির পথ	১টি
২৩. চিড়িয়াখানার লেক (উত্তর লেক ও দক্ষিণ লেক)	২টি
২৪. কসাইখানা	১টি
২৫. প্রাণী জাদুঘর ভবন	১টি

প্রাণীর বিবরণ

ক) বৃহৎপ্রাণী (তৃণভোজি) ঃ হাতি, উট, গন্ডার, জলহস্তি, জিরাফ, জেব্রা, চিত্রা হরিণ, মায়া হরিণ, ঘোড়া, এ্যারাবিয়ান হর্স, ওয়াল্ডিবিষ্ট, কমন ইল্যান্ড, গ্রেটার কুডু, গাধা, ওয়াটার বাক, ভূটানী গরু, গয়াল, ইম্পালা, ক্যাংগারু, গারুল ভেড়া প্রভৃতি।

খ) মাংসাশী প্রাণী ঃ রয়েল বেঙ্গল টাইগার, আফ্রিকান সিংহ, এশিয়াটিক (ভারতীয়) সিংহ, এশিয়াটিক কালো ভল্লুক, ডোরাকাটা হায়েনা, চিত্রা হায়েনা, শিয়াল, মেছো বিড়াল, বনবিড়াল প্রভৃতি।

গ) ক্ষুদ্র স্তন্যপায়ী প্রাণী ঃ রেসাস বানর ভারভেট বানর, কুলু বানর, অলিভ বেবুন, হামাদ্রিয়াস বেবুন, সাদা হনুমান, হনুমান লেঙ্গুর, উল্লুক, সজারু, খরগোশ, গিনিপিগ, ডিগলেঞ্জী, ডোরাকাটা কাটবিড়ালি, ধূসর কাঠবিড়ালি প্রভৃতি।

ঘ) সরীসৃপ ঃ মিঠাপানির (মার্স) কুমির, লোনাপানির (ইশ্চুরিয়ান) কুমির, ঘরিয়াল, কচ্ছপ, অজগর, কোবরা/গোখরা সাপ, সংখীনি সাপ, দারাস সাপ প্রভৃতি।

ঙ) পাখি ঃ উটপাখি, ইমু পাখি, কেশোয়ারী, সারস ক্রেন, গ্রেটার ফ্লেমিংগো, হাড়গিলা, মদনটাক, কালো গলা বক, গো-বক, কানি বক, কালেম, ওয়াক, বড় পানকৌড়ি, ছোট পানকৌড়ি, হোয়াইট প্যালিকেন, লেসার প্যালিকেন, নীল ময়ূর, সাদা ময়ূর, তিলা ঘুঘু, সবুজ ঘুঘু, দেশী কবুতর, জালালী কবুতর, গিরিবাজ, লাল গলা টিয়া (সবুজ টিয়া), চন্দনা, হিরামন, সালফার ক্রেস্টেড কাকাতুয়া, বাংলা শকুন, সিনোরাস শকুন, তিলাবাজ, শঙ্খচিল, ভূবন চিল, কুড়াবাজ, ময়না, বাজরিগার, সাদা ককাটিল, ধূসর ককাটিল, লাভ বার্ড ফিসার ব্লু, ফিসার লাভ বার্ড, পিংক লাভ বার্ড, মাছরাঙা, ম্যাকাউ (ব্লু এন্ড গোল্ড), রেডরলি, ক্রেস্টেড পিজিয়ন, সাত ভায়লা, গো-শালিক, গাং শালিক, ভাত শালিক, দোয়েল, মুনিয়া, টারকুইজ প্যারাকিট, আঁচিল মুরগি, তিতির পাখি, টার্কি প্রভতি।

চ) এ্যাকুরিয়ামে রক্ষিত মৎস্য প্রজাতিসমূহ ঃ গাপ্পি, টাইগার শার্ক, এলবিনো শার্ক, রেইনবো শার্ক, সিলভার শার্ক, সিলভার ডলার, কৈ কার্প, টাইগার কৈ কার্প, সিলকি কৈ কার্প, টাইগার বার্ব, সাকিং ক্যাট ফিশ, সাদা সাকিং ক্যাট ফিশ, ক্যাট ফিশ, গোল্ড ফিশ, এনজেল ফিশ, কমেট ফিশ, ব্ল্যাক মুর, ওরেন্ডা, কিসিং গৌড়ামী, টেলিচো, অস্কার, পিরানহা, ব্লু গৌড়ামী, খোলসে, শিং মাছ, ফলি মাছ প্রভৃতি।

পশু-পাখির খাঁচার সংখ্যা ১৩৭টি এবং খাঁচার প্রকোষ্টের সংখ্যা ২৩৭টি। বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা হতে দেশের অভ্যন্তরে রংপুর বিনোদন পার্ক, রাজশাহী জাহানাবাদ ক্যান্টনমেন্ট (খুলনা), চট্টগ্রাম, দুলহাজরা সাফারী পার্ক (কক্সবাজার), বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক (গাজীপুর) ও কুমিল্লা চিড়িয়াখানা এবং বিদেশে ভারত, বাহরাইন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, মিশর কুয়েত, ইরাক, দক্ষীন আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া ও নেপাল মূল্যবান প্রাণী বিনিময়/দানের মাধ্যমে সরবরাহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা পরিদর্শনের সময়সূচি

এপ্রিল - সেপ্টেম্বর
(সকাল ৯.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)

অক্টোবর - মার্চ
(সকাল ৮.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)

চিড়িয়াখানায় প্রবেশ ফি

*) সাধারণ দর্শনার্থী জনপ্রতি ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা (প্রতিবার)
*) ছাত্র/ছাত্রী (চিত্তবিনোদন) ছবিসহ পরিচয়পত্র প্রদান সাপেক্ষে জনপ্রতি ২৫.০০ (পঁচিশ) টাকা (প্রতিবার)
*) ছাত্র/ছাত্রী (শিক্ষা সফর দলভুক্তভাবে) বিনামূল্যে (শর্ত প্রযোজ্য)
*) দুগ্ধ পোষ্য শিশু (২ বছর বয়স পর্যন্ত) বিনামূল্যে
*) অটিস্টিকসহ সকল প্রতিবন্ধী বিনামূল্যে

প্রাণী জাদুঘর পরিদর্শনের সময়সূচি

এপ্রিল - সেপ্টেম্বর
(সকাল ৯.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৬.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)

অক্টোবর - মার্চ
(সকাল ৮.০০ ঘটিকা হতে বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত)

প্রাণী জাদুঘরে প্রবেশ ফি

জনপ্রতি ১০.০০ (দশ) টাকা (২ বছর পর্যন্ত বয়সের বাচ্চাদের টিকিট লাগবে না)

চিড়িয়াখানায় যা করণীয়

* ময়লা, আর্বজনা, পলিথিন, খাদ্যের উচ্ছিষ্ট অংশ নিদিষ্ট ডাষ্টবিনে ফেলুন।
* চিড়িয়াখানার আবদ্ধ প্রাণীদের প্রতি সদয় হোন।
* চিড়িয়াখানার নিয়ম-নীতি মেনে চলুন, সূর্যাস্তের পূর্বেই চিড়িয়াখানা ত্যাগ করুন।
* কর্মরত কর্মচারীদের সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করুন।
* নিজে এবং বাচ্চাদেরকে প্রাণী থেকে নিরাপদ দুরুত্বে রাখুন। নিজেদের বাচ্চা হারানো থেকে সতর্ক হোন।
* পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত 'ময়ূরী ও ঈগল' রেঁস্তোরাসমূহ থেকে সুলভ মূল্যে স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ করুন।

চিড়িয়াখানায় যা বর্জনীয়

* চিড়িয়াখানার অভ্যন্তরে ধূমপান নিষেধ; সূর্যাস্তের পর চিড়িয়াখানায় অবস্থান আইনতঃ দন্ডনীয়।
* প্রাণীদেরকে ঢিল ছোঁড়া ও খোঁচা দিয়ে বিরক্ত করা সম্পূর্ণ নিষেধ; প্রাণীদের উত্যক্ত করবেন না ও খাবার দিবেন না।
* নির্দিষ্ট টয়লেট ব্যতিত যেখানে সেখানে প্রসাব করা নিষেধ।
* কোন অপরিচিত ব্যক্তি বা হকারদের নিকট থেকে খাবার গ্রহণ করবেন না।
* নির্জন, সংরক্ষিত এলাকা বা নিরাপত্তা বেষ্টনির ভেতরে প্রবেশ করবেন না।
* অসামাজিক আচারণ থেকে বিরত থাকুন।
* চিড়িয়াখানার অভ্যন্তরে পোষা প্রাণী, আগ্নেয়াস্ত্র, অন্যন্যা অস্ত্র, অগ্নিউদ্দীপক দ্রব্য, লাঠি-সোটা ইত্যাদি বহন করা দন্ডনীয় অপরাধ।

তথ্যকেন্দ্র

বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানার প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে তথ্যকেন্দ্র অবস্থিত। এখান থেকে চিড়িয়াখানার আগত দর্শণার্থীদের নিম্নলিখিত সেবাসমূহ প্রদান করা হয়।

১। চিড়িয়াখানার জীব-জন্তু সম্পর্কে কিছু জানার থাকলে।

২। চিড়িয়াখানা সম্মন্ধে দর্শনার্থীদের কিছু জানার থাকলে।

৩। দর্শনার্থীদের যেকোন অভিযোগের সমাধানে সহায়তা করা।

৪। কারো বাচ্চা/সাথী হারিয়ে গেলে মাইকে প্রচারের মাধ্যমে খুঁজে বের করতে সহায়তা করা।

৫। বাণিজ্যিকভাবে চিড়িয়াখানার প্রাণীর ছবি তোলা বা ভিডিও কররা নিয়মাবলীসহ বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া।

৬। চিড়িয়াখানায় শিক্ষা সফরে আসা শিক্ষার্থীদের চিড়িয়াখানা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া।

৭। তথ্য কেন্দ্রে "জ্যু-গাইড ও জ্যু-ম্যাপ" সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

৮। বৃদ্ধ বা অচল মানুষের জন্য হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়।

৯। চিড়িয়াখানায় আগত দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে দিক নির্দেশনামূলক তথ্য মাইকে প্রচার করা।

দর্শণাথীদরে জন্য সেবাসমূহ

তথ্যকেন্দ্র	ঃ	চিড়িয়াখানার প্রবেশদ্বারে ১টি তথ্যকেন্দ্র আছে । প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য তথ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন । নির্ধারিত মূল্যে তথ্যকেন্দ্র "জ্যু-গাইড ও ফোল্ডার" পাওয়া যায়।
মাইকিং সার্ভিস	ঃ	চিড়িয়াখানায় আগত দর্শণাথীর উদ্দেশ্যে সার্বক্ষণিক দিক নির্দেশনা ও সচেতনতামূলক তথ্য মাইকে প্রচার করা হয় । কোন কিছু হারিয়ে গেলে বা পেয়ে থাকলে তথ্যকেন্দ্র হতে মাইক প্রচারের সুযোগ নিন।
খাবার রেস্তোঁরা	ঃ	পর্যটন কর্পোরেশন কর্তৃক "ময়ূরী" ও "ঈগল" নামক দুইটি রেস্তোঁরা চিড়িয়াখানার অভ্যন্তরে পরিচালিত হচ্ছে, সেখানে সুলভ মূল্যে স্বাস্থ্যকর খাবার পাওয়া যায়।
খাবার পানিয়	ঃ	চিড়িয়াখানার অভ্যন্তরে বেশ ক'টি জায়গায় সুপেয় পানির ব্যবস্থা আছে।
শিশু পার্ক	ঃ	শিশুদের বিনোদনের জন্য একটি শিশু পার্ক রয়েছে।
মসজিদ	ঃ	নামাজ আদায়ের জন্য পুরুষ ও মহিলাদের পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে।
নিরাপত্তা	ঃ	আনসার ও নিরাপত্তা প্রহরীরা সার্বক্ষণিক চিড়িয়াখানার নিরাপত্তার দায়িত্ব নিয়োজিত।
পাবলিক টয়লেট	ঃ	দর্শনার্থীদের ব্যবহারের জন্য পৃথক পাবলিক টয়লেট আছে।
চিত্রায়ন	ঃ	নির্দিষ্ট ফি প্রদান সাপেক্ষে চিড়িয়াখানার অভ্যন্তরে জীব-জন্তুর ভিডিও/স্যুটিং করা যায়।
বিক্রয় ও সংগ্রহ	ঃ	উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ও নির্ধারিত মূল্যে চিত্রা হরিণ ও ময়ূর বিক্রয় করা হয়। দানকৃত প্রাণী গ্রহন করা হয়।
প্রাথমিক চিকিংসা	ঃ	প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
হুইল চেয়ার	ঃ	বৃদ্ধ/বৃদ্ধা এবং শারিরীক প্রতিবন্ধীদের জন্য হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা আছে।
শিশুদের শিক্ষা	ঃ	প্রাণী জাদুঘর শিশুদের জীব-জন্তুর পরিচিতিমূলক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে।
ইলেকট্রনিক লাইব্রেরী	ঃ	প্রাণী জাদুঘরে ইন্টার্নী ছাত্র/ছাত্রীদের ইলেকট্রনিক লাইবেরী ব্যবহারের সুবিধা আছে।
জ্যু-ওয়ার্কশপ	ঃ	প্রাণী জাদুঘরে জ্যু-ওয়ার্কশপের ব্যবস্থা আছে।
কনফারেন্স হল	ঃ	প্রাণী জাদুঘরে একটি অত্যাধুনিক শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অডিও-ভিজ্যুয়াল সমৃদ্ধ কন্‌ফারেন্স হল রয়েছে।

প্রবেশ ফি মওকুফ	ঃ	চিড়িয়াখানায় শিক্ষা সফরে আগত ছাত্র/ছাত্রীদের নির্ধারিত হারে প্রবেশ ফি মওকুফ করা হয়। সকল প্রতিবন্ধীদের প্রবেশ ফি মওকুফ করা হয়।
শিক্ষা ও গবেষণা	ঃ	ভেটেনারী/এ্যানিমেল হাজবেন্ড্রী ছাত্র-ছাত্রীরা ইন্টার্নীশীপের মাধ্যমে হাতে কলমে বন্য প্রাণী সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টার্সে অধ্যায়নরত শিক্ষার্থীরা চিড়িয়াখানার বন্য প্রাণী নিয়ে শিক্ষা ও গবেষণার কাজ করে থাকে। প্রতিবছর প্রায় ২০০০ (দুই হাজার) ছাত্র-ছাত্রীকে ইন্টার্নশীপ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
জ্যু-মিউজিয়াম ও ফিস এ্যাকুরিয়াম	ঃ	চিড়িয়াখানায় একটি আধুনিক জ্যু-মিউজিয়াম রয়েছে যেখানে দুর্লভ ও বিলুপ্তপ্রায় মৃত বন্য প্রাণিদেরকে প্রক্রিয়াজাত করে প্রদর্শনীর জন্য রাখা হয়েছে যা দর্শনার্থীরা উপভোগ করে। বর্তমানে ২৬ (ছাব্বিশ) প্রজাতির এ্যাকুরিয়াম ফিস প্রদর্শিত হচ্ছে।
মৌসুমী ফল-মূল সংগ্রহ	ঃ	চিড়িয়াখানার অভ্যন্তরে বিভিন্ন মৌসুমি ফল যেমন- আম, কাঁঠাল, বেল, তেঁতুল, কামরাঙ্গা, তাল প্রভৃতি জন্মে যা বিধি মোতাবেক নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয়।
যানবাহন ও পার্কিং সুবিধা	ঃ	ঢাকার প্রায় সব রুট হতে বাসযোগে নিয়মিত চিড়িয়াখানায় ভ্রমণ করা যায়। এছাড়া চিড়িয়াখানার সুবৃহৎ বহিঃপার্কিং এলাকায় ব্যক্তিগত গাড়ী পার্কিং এর ব্যবস্থা রয়েছে।
প্রয়োজনে	ঃ	টেলিফোনঃ ০২-৫৮০৫৩০৩০; website: www.bnzoo.org

চিড়িয়াখানার বন্য প্রাণীদের সরবরাকৃত খাদ্য তালিকা

চিড়িয়াখানায় প্রাণীদের সরবরাহকৃত খাদ্য	খাদ্য গ্রহণকারী প্রাণীর নাম
মাংস (গরু)	বাঘ, সিংহ, মেছোবাঘ, হায়েনা, শিয়াল, কুমির, চিল, ঈগল, সাদা কাক, শকুন, মেছোবিড়াল, ডিগলেঞ্জি ইত্যাদি।
সবুজ ঘাস (জাম্বো ও ভুট্টা)	হাতি, জলহস্তি, জিরাফ, হরিণ, উট, গন্ডার, গয়াল, জেব্রা, ঘোড়া, গাধা, ওয়াল্ডিবিষ্ট, ইম্পালা, কমন ইল্যান্ড, গ্রেটার কুডু, ওয়াটার বাক, গারুল ভেড়া ইত্যাদি।
কলাগাছ	হাতি।
মাছ (নলা/মৃগেল, টাকি, শিং, ছোট মাছ ও ছোট চিংড়ী)	কালোগলা বক, প্যালিকেন, ফ্লেমিংগো, হাড়গিলা, মদনটাক, কানিবক, গোবক, ওয়াক, সারস, পানকৌড়ি, কালেম, কুড়াবাজে, মাছরাঙ্গা, ঘড়িয়াল, মেছোবাঘ ইত্যাদি।
ফলমূল (আপেল, কমলা, মাল্টা, আনারস, তরমুজ, আম, আঙ্গুর, সফেদা, পাকা কলা ও পাকা পেঁপে) ।	উল্লুক, রেসাস বানর, হনুমান, অলিভ বেবুন, কুলু বানর, হামাদ্রিয়াস, বেবুন, ক্যাঙ্গারু, ভাল্লুক, ময়ূর, ধনেশ, কাকাতুয়া, টিয়া, ময়না, উটপাখি, ইমু পাখি, কেশোয়ারী, লাভ বার্ড, কাকাতুয়া, হিরামন, ককাটেল, চন্দনা, ম্যাকাউ, ইত্যাদি।
শাক ও সবজি (ডাটাশাক, লালশাক, কলমিশাক, লাউ, মিষ্টি কুমড়া, বাঁধাকপি, গাজর, ও ক্ষিরা/শসা)।	জলহস্তি, হাতি, হরিণ, ইম্পালা, কমন ইল্যান্ড, গ্রেটার কুডু, ক্যাঙ্গারু, উল্লুক, হনুমান, বানর, অলিভ বেবুন, কচ্ছপ, সজারু, উটপাখি, ইমু পাখি, ময়ূর, ফিজেন্ট টার্কী, আঁচিল মুরগী, মুনিয়া, বাজরিগার ইত্যাদি।

চিড়িয়াখানায় প্রাণীদের সরবরাহকৃত খাদ্য	খাদ্য গ্রহণকারী প্রাণীর নাম
জীবন্ত প্রাণী (খরগোশ, মেটেসাপ, ব্রয়লার মুরগী ও এক দিনের মুরগীর বাচ্চা)	বাঘ, সিংহ, হায়েনা, সংখিনি সাপ, দারাস সাপ, গোখরা সাপ ইত্যাদি।
দানাদার খাদ্য (শুকনা ধান, সিদ্ধচাল, চিনা, সরিষা, চীনাবাদাম, ছোলা, গমের ভূষি, গম, সূর্যমুখী ফলের বীজ সয়াবিন, ভূট্টা ভাংগা, রেডি পোল্ট্রিফিড, ভিটামিন প্রিমিক্স (পোল্ট্রি) ভিটামিন প্রিমিক্স (গবাদিপশু), টক্সিন বাইন্ডার, চিনি, আয়োডিনযুক্ত লবন, ডি.সি.পি ইত্যাদি) ।	জলহস্তি, গন্ডার, হরিণ, জেব্রা, ইম্পালা, ঘোড়া, গাধা, হাতি, ওয়াল্ডিবিষ্ট, ওয়াটার বাক, উট, ক্যাঙ্গারু, গয়াল, ভূটানী গরু, রেসাস বানর, ভারবেট বানর, কুলু বানর, উল্লুক, অলিভ বেবুন, সাদা হনুমান, হামাদ্রিয়াস বেবুন, সজারু, গিনিপিগ, খরগোশ, উটপাখি, ইমু পাখি, ময়ূর, ঘুঘু, মুনিয়া, কবুতর, সারস, ধনেশ, কাকাতুয়া, ককটেল, হিরামন, বাজরিগার, ময়না, ক্রেস্টেড পিজিয়ন, চন্দনা, লাভ বার্ড, টারকুইজ,প্যারাকিট, টিয়াসহ বিভিন্ন পাখি।
প্রস্তুতকৃত খাদ্য (পাউরুটি, চীনাবাদাম, পাস্তরিত তরল দুধ, মুরগির ডিম, ও মৌচাকের মধু।	ভাল্লুক, ক্যাঙ্গারু, রেসাস বানর, ভারবেট বানর, কুলু বানর, উল্লুক, অলিভ বেবুন, সাদা হনুমান, হামাদ্রিয়াস বেবুন, সজারু, খরগোশ, গিনিপিগ, সারস, পানকৌড়ি, উটপাখি, ইমু পাখি, টিয়া, হিরামন, ককাটেল, লাভ বার্ড, ময়না, ম্যাকাউ, ধনেশ, কাকাতুয়া, কেশোয়ারী, ময়ূর, টার্কি, ঘুঘুসহ বিভিন্ন পাখি।
এ্যাকুরিয়াম ফিস ফিড	এ্যাকুরিয়ামের রক্ষিত বিভিন্ন প্রজাতির মাছ।

বিঃ দ্রঃ রবিবার গরুর মাংস সরবরাহ বন্ধ থাকে, তবে জীবন্ত প্রাণী (খরগোশ, ব্রয়লার মুরগী) সরবরাহ করা হয়। শনি ও মঙ্গলবার কুমিরকে গরুর মাংস খাওয়ানো হয়।